পলিসি ব্রিফ

ফেব্রুয়ারি ২০২২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া করোনাভাইরাস অতিমারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি একদিকে যেমন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (সাধারণভাবে এনজিও হিসেবে পরিচিত) কর্তৃক স্ব স্ব অবস্থান হতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে এই সংকটের শুরুর দিকে এসব বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহল হতে প্রশ্ন ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে করোনা সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে ও তাদের অবদানের ব্যাপ্তি কী, এবং তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও শুদ্ধাচার চর্চা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে টিআইবি একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা ২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। এই গবেষণায় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান পলিসি ব্রিফটি তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণার প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

গবেষণায় দেখা যায়, করোনা সংকটে বেসরকারি সংস্থাগুলোর একটি বড় অংশই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব সাড়াদানকারী সংস্থার একটি বড় অংশ তাদের সাধারণ ও চলমান প্রকল্পের তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহ করে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ বিতরণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান, গবেষণা, লাশ দাফন বা সৎকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। নিজস্ব আয়ের উৎস না থাকা এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল হ্রাস প্রভৃতি কারণে এনজিওগুলো এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিভিন্ন মেয়াদে বন্ধ থাকায় ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তহবিল সংকটে পড়ে। দাতা সংস্থাগুলো কোনো ক্ষেত্রে চলমান প্রকল্প থেকে তহবিল কর্তন করেছে আবার কোনো ক্ষেত্রে সংকট মোকাবিলায় নতুন তহবিল প্রদান করেছে। এই সংকটের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মীদের বেতন ভাতা কমাতে হয় বা কর্মী ছাঁটাই করতে হয়।

তহবিল সংকট ছাড়াও সংস্থাগুলো তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের প্রভাব, দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট অংশের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অনিয়ম পাওয়া না গেলেও উপকারভোগীর একাংশের কাছ থেকে তালিকা প্রণয়নে স্বজনপ্রীতি, পুনরাবৃত্তি, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তদবির করার মত কিছু অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। স্বল্প সংখ্যক উপকারভোগী সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে অভিযোগ দায়ের করলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়া অধিকাংশ সংস্থারই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা, ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা বা সময় না দেওয়া, উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভা নিয়মিত না হওয়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বিত ডাটাবেজ বা ম্যাপ না থাকা ইত্যাদি কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা গেছে। তবে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুপারিশ:

করোনাভাইরাসের মতো দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	করোনাকালীন মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম বিশেষত উপকারভোগীদের ত্রাণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তদারকি সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	বেসরকারি সংস্থা
২.	কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা নিরসনে তদারকি সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীদের তথ্য সংবলিত একটি সমন্বিত ডাটাবেজ ও ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করতে হবে।	বেসরকারি সংস্থা

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/6402-2022-01-13-03-23-13

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.	যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলায় সরকারকে শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল এনজিও নেটওয়ার্ক/প্ল্যাটফর্মকে সাথে নিয়ে একটি যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	বেসরকারি সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথিরিটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
৪.	করোনা সংকট মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং কর্মসূচিতে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথিরিটি
৫.	বিভিন্ন দুর্যোগে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সাড়াপ্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক দুটি ভিন্ন তহবিল গঠন করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথিরিটি, এনজিওদের ফোরাম
৬.	বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে টিকা নিবন্ধন ও প্রদান কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, দাতা সংস্থা, এনজিওদের ফোরাম
৭.	আর্থিক ঝুঁকিতে পড়া স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে টিকে থাকার জন্য সরকার ও দাতা সংস্থা কর্তৃক নীতি সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, দাতা সংস্থা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, এনজিওদের ফোরাম
৮.	ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনাকালীন সংকট মোকাবিলায় সহজ শর্তে, স্বল্প সময়ে, কম সুদে ঋণ প্রাপ্তির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ঋণগ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করতে হবে।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, দাতা সংস্থা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথিরিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh